ছিটে ফোঁটা - ১০

সকালে খবরের কাগজটা হাতে নিয়েছি। পড়ার আগে যথারীতি ছবির দিকে চোখ গেল, যেমন যায়। আহা! সংগে সংগে মনে হলো যেন ঘুষি খেয়ে পড়ে গেলাম। দেখি সরকারী পেয়াদার হাত সাড়াশির মত চেপে ধরেছে অতি সাধারণ এক নাগরিকের গলা। হিংস্র! ক্ষিপ্ত! কঠিন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন! মনে হোল শ্বাসবায়ু বলে আদম সন্তানের যে একটা শেষ সম্বল আছে এই পালোয়ানের তা মনেই নাই। মানুষটার দুই চোখ প্রায় বেরিয়ে এসেছে। জিভটাও। ভয়ে এতটুকু হয়ে সে কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। নিরুপায় হয়ে কি যেন খুঁজছে এই নির্যাতিত। কি খুঁজছে? বিধাতা? আশ্রয়? উপায়? নাকি তার শেষ সম্বলটুকু ফিরে পাবার জন্যে উপরওয়ালার কাছে জানাচ্ছে করুন আর্জি?

কিছু বোঝার আগে দৌড়ে যেয়ে একবার আকাশের দিকে তাকালাম। আমি কোনদিন আল্লাহ দেখিনি। ভগবান দেখিনি। আমার চারপাশে অগুনতি সাধারণ মানুষের মুখটা আর তাদের নোনা-ঘাম ভেজা জীবনটা ছাড়া এই জীবনে আমি প্রায় কিছুই দেখিনি। আজ প্রথমবার সেই অত্যাশ্চর্য, অপার্থিব এবং অসীম শক্তিকে দেখার বড় সাধ হলো।

আজকাল পত্রিকা খুলে এইরকমই দেখি। উর্দি পরা পেয়াদার পায়ের তলায় আহা কি অমানুষিক চাপা পড়ে সাধারণ মানুষের বুকটা! এখনও। একজনের বুকের উপর অন্যজনের পা! বুঝতেই পারিনা এরমধ্যে মানুষ কোনটা? কি পেরেশানি! তবু তো রাজা উজির কেমন নির্বিকার! যেন সিপাহীর বুটের তলায় নিরীহের পাঁজড় পিষ্টে গেলে কি দুনিয়া উল্টে যাবে? নাকি লোকজন মাথা ঘুরে পড়ে যাবে?

ইচ্ছে করে একদিন সরকারী উর্দিটা ধরে দেখি কি আছে ওর মধ্যে। যা গায়ে দিলে পরে অমন খুনে রাগ মাথায় ওঠে? হাতটা সাঁড়াশীর মত হয়ে যায়? বুটের পাড়ায় হাড়-হাড্ডি মটমট করে ভাঙ্গে? চাক্ষুষ দানব বনে যায় মাটির মানুষও?

আহা! একটা সুইয়ের খোঁচাও যে মাটির শরীরে সহ্য হয়না মানুষ আজ তাতেই মারে কুড়ুলের কোপ! আচমকা বসায় ছুরি চাকুর ঘা! একের পর এক! নৃশংসতার মধ্যেও দেখি কত ফন্দি! কত কায়দা! কখন শিখল কেজানে! তবু তো সমস্ত খুনোখুনিকে কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনার দোহাই দিয়ে জনগণের পিঠ সাপটে দেয় বড় মানুষেরা! চারপাশে কেবল নিস্ফল উচ্চারিত হয় কঠোর পদক্ষেপ নেবার একশ একটা হুশিয়ারি! ভাবি, দেশতো নয় যেন দুর্বৃত্তের চারণভূমি!

উপায়হীন জীবনে আক্ষেপ করলেও করা যায়। অভিযোগ করা অর্থহীন। বেশীদিন হয়নি, সাংবাদিক দম্পতির মৃত্যু হয়ে গেল। ভাবলাম দুনিয়ার সাথে জন্মের মত লেনদেন শেষ। এইবার বিশ্রাম। পরে দেখি, এই দুনিয়ায় মৃত্যু হওয়া এক আর নিস্তার পাওয়া আরেক। শরীর জখম হলো। এরপর পঁচে গেল। দুর্গন্ধযুক্ত সেই প্রায় গলে যাওয়া শরীর মাটির সাথে মিশে গেল অনেকখানি। বাকী ছিল গোটা কতক হাড়। সেই হাড়গুলি জুড়োবার আগেই কারা যেন আবার তাদের কবর খুড়ে নির্দয়ের মত টেনে হিঁচড়ে বের করে আনল। তদন্তের অজুহাতে।

আহারে মানুষের নিয়তি! একি তবে সেই দেশ যেখানে মৃত্যুর পরেও রেহাই মেলেনা? শেষ ঘুমেও মেলেনা একদণ্ডের বিশ্রাম? পঁচে গলে যাওয়া শরীর নিয়েও উঠে আসতে হয়? অপরাধী খুঁজে বের করা জ্যান্ত মানুষের পক্ষে যখন এত কঠিন হয় তখন মৃতের উঠে আসা ছাড়া আর কিইবা করার থাকে?

বুঝিনা, লাশ কি এবার জ্যান্ত সাক্ষ্য দেবে? খুলে দেবে রহস্যের জট? ষড়যন্ত্রের গিট? বলবে, দুর্ধর্ষ ঘাতকের সামনে কেমন করে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছিল তারা? কেমন করে একের পর এক ছুরি বসিয়ে ছিল সেই ঘাতকরা, গুনে গুনে পচিঁশবার? আর ফুটো হয়ে যাওয়া সেই শরীর থেকে কেমন করে ফিনকি দিয়ে বেরিয়েছিল কাঁচা রক্ত? আর মুহূর্তেই ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে কেমন করে তৈরি হয়েছিল বীভৎস খুনের ইতিহাস? বিশ্বাসঘাতকদের সাথে কেমন ছিল শেষ লড়াইটা, দেবে কি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ?

এই গল্পের সত্যাসত্য এখনও জানা যায়নি। অনুমান করাও দুঃসাধ্য! এখনও পর্যন্ত এহাতে ওহাতে কেবল অনাথের মত ঘুরছে সেই ''তদন্ত।'' ওদের পরিবারগুলি বিচারের দরজা ধরে মাথা কোটে। সহকর্মীরা পথে নামে। অনড় থাকে। অসহনীয় উদ্বেগে কাটে বিচার প্রার্থীদের দিন। তবু কিনারা হয়না। অথচ এরিমধ্যে নিহতদের কপালে অন্যায্যভাবে জুটে যায় দুর্নাম। সুনামজাতরাই ছড়ায় সম্পর্কের মিছে রটনা। ছোড়ে অমার্জিত এবং অশালীন দূষিত বাক্য। একই সাথে যা গুলীর মত পরপর বিদ্ধ করে এদেশের হাজারও সাংবাদিককে। তার কাজকে, পেশাকে। অতএব বিষাদময় শোকের সাথেই যুক্ত হয় অসম্মানের ক্ষত।

দেখলাম খুনিরও জাত আছে এদেশে। সেই জাত-ওয়ালা খুনি ধরে রহস্যের জট খোলা কি সোজা কম্ম? ভয় করে, শোরগোলের মধ্যে পড়ে কখন যে সত্যটাই তলিয়ে যায়!

সীমারেখা না জানলেও পরমায়ু এক আশ্চর্য সম্পদ মানুষের। তবু দেখি মানুষ মরছে কথায় কথায় । বাকীরা সেই দুঃসংবাদে মনে প্রাণে আহত হচ্ছে। শিউরে উঠছে। হচ্ছে দীর্ঘতর নিন্দা। খণ্ড খণ্ড প্রতিবাদ। সবই। অথচ সমুচিত জবাব মিলছেনা একটিরও। প্রতিকার তো নয়ই। বুঝি, সময় যদি এর চেয়েও নিষ্ঠুর হয়, তবু আমরা তার সাথে আপোষ করব। দিন দিন এইভাবে যাবতীয় নৃশংসতাকে মেনে নেব। অরাজক সময়ের গলা সাপটে ধরব। হাসব। খেলব। নাচব। গাইব। ফেসবুকের ময়দানে জড়ো হব। বাঁচব যে যেমন পারি। আজ যা অস্বাভাবিক, মুহূর্তকাল পরই তা সহজ। যেন যে সত্যকে দেখিইনি তাকে মনে করে অনর্থক ভয় করার দরকারটা কি? ভাবতেই চাচ্ছি না যে মৃত্যু সর্বগামী। সে সব দুয়ারেই যায়। সব মানুষেই তার বোঝাপড়া।

এভাবেই ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা এবং তারচে বেশী উদাসীনতায় এদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের চোখের সামনে দিয়েই ঘটে গেছে বহু অনাচার। ন্যায্য অন্যায্য। হত্যা। সহিংসতা। অনর্থক বিরোধ। কে আর কি করে? দেখেই বেশী। খানিক সহ্য করে। তারপর ভুলে যায়। এইতো। জানিনা এই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে হাটতে হাটতে মানুষ কোন দিকে যাবে।

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক